Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি: একটি পর্যালোচনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ 23100120238

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি: একটি পর্যালোচনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ 23100120238

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি: একটি পর্যালোচনা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন আক্তার, আইডিঃ 23100120238 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি: একটি পর্যালোচনা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sharmin Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

শারমিন আক্তার

আইডিঃ 23100120238

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

মুসলমানের জীবনবিধান: আল কুরআন 7

ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনি শিক্ষার ভূমিকা 9

পারিবারিক জীবনে কুরআনি শিক্ষার ভূমিকা 10

অর্থনৈতিক জীবনে কুরআনি শিক্ষার ভূমিকা 12

সামাজিক জীবনে কুরআনি শিক্ষার ভূমিকা 13

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সমূহ 14

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে কুরআনি শিক্ষা 15

বর্তমান সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা 23

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার পরিণতি: বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা 24

কুরআনের বানীবাহকদের চরিত্র 26

তাঁদের মতো সোনার মানুষ এখন আর নেই কেন?: 27

একটি বাস্তবমুখী জীবনব্যবস্থা: আমাদের অবস্থান ও করনীয় 31

উপসংহার 33

তথ্যসূত্র : 34

ভূমিকা

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে,রমাদানের নিকষ কালো অন্ধকার রাতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর কাছে জিবরাঈল (আ) নিয়ে আসেন আল কুরআনের বানী।এটি হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ; গোটা মানবসভ্যতার জন্য এক আসমানি জীবনবিধান।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ

অর্থ: **"রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে..."**

~ সূরা বাকারা,আয়াত ১৮৫

আল-কুরআন কোনো বিশেষ দেশ, অঞ্চল বা জাতির জন্য নাজিল হয়নি; এটি বিশ্বের সব মানুষের জন্য উপদেশদাতা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। আল-কুরআন হলো সঠিক পথের দিশা। এর পঠন ও অনুসরণ মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা চিরসত্য, শাশ্বত, সুন্দর পথে পরিচালিত করে।জীবনে চলার পথে অন্তহীন সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় মহিমান্বিত কুরআন। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন এক সুমহান আদর্শ পেশ করেছে, যা অনুসরণ করলে সর্বপ্রকার অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতার সঠিক ও সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া সম্ভব।

কুরআনকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে যেমন ইহকালীন ও পরকালীন সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় তেমনি পবিত্র কুরআন থেকে বিমুখতার কারণে দুনিয়াতে ব্যক্তির আত্মিক মৃত্যু, গুনাহে লিপ্ত হওয়া,বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি এবং সামগ্রিক অধঃপতন ঘটে। আর আখেরাতে এর পরিণতি হয় আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং কঠিন শাস্তি।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ یَهۡدِیۡ لِلَّتِیۡ هِیَ اَقۡوَمُ وَ یُبَشِّرُ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ الَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ اَجۡرًا کَبِیۡرًا ۙ

অর্থ: “বস্তুত এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সরল আর যারা (এর প্রতি) ঈমান এনে সৎকর্ম করে, তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আছে মহা প্রতিদান।”

~ সূরা বনি ইসরাইল,আয়াত ০৯

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

অর্থ: “আমি নাযিল করেছি এমন কুরআন যা মুমিনদের পক্ষে শেফা ও রহমত।”

~সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৮২

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, “তোমরা কুরআন পড়। কারণ কেয়ামতের দিন কুরআন তার তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।” (মুসলিম)

মুসলমানের জীবনবিধান: আল কুরআন

পবিত্র কুরআন হলো সমগ্র বিশ্বের সকলের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবনবিধান।কুরআন আমাদের আত্মার ঠিকানা,আত্বপরিচয়ের জায়গা।এটা হলো এমন এক ঠিকানা,যেখানে দিশেহারা মানুষ পথ খুঁজে পায়,হারানো মন ফিরে পায় মুক্তি।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

অর্থ: “এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত”।

~ সূরা বাকারা,আয়াত ০২

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে— এই কুরআন এমন এক কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ বা ভুল নেই। এটি নির্ভুল, নিঃসংশয়, নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা।এটি দেশ ও রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী সংবিধান। কুরআনের বিধান মানুষের জন্য ন্যায়পূর্ণ বিধান। সকল স্থান, যুগ ও পরিবেশের জন্য কুরআনের বিধান চিরন্তন । এ বিধান মান্য করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। মানুষের ঈমান-আক্বীদা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সহ মানব জাতির ধর্মীয় ও জীবনের প্রয়োজনীয় সকল আইন ও নীতিমালা এই কুরআনে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

কুরআনের নূরে স্নাত হয় মুমিনের দেহ-মন। আল্লাহ তাআলা কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্কের চিত্রায়ণ করে বলেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

অর্থ: “ মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।”

~সূরা আনফাল,আয়াত ০২

যারা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা তথা তাদাব্বুর-তাফাক্কুর করে, কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে, কুরআন শিক্ষা দেয় এবং পারস্পরিক

কুরআনের চর্চা করে আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। তাদের উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন। কুরআন একমাত্র গ্রন্থ যা ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ ও উপকারিতায় ভরপুর।

কুরআন হলো সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামতস্বরুপ। কুরআনের আলোকে জীবনকে সাজাতে হলে আমাদেরকে এর সম্পর্কে ইলম অর্জন করতে হবে।কুরআনের মর্মার্থ বুঝে এর প্রতিটি বানীকে জীবনের প্রতিটি ধাপে প্রয়োগ করতে হবে। তবেই আমরা একটি সুন্দর,সুষ্ঠু কুরআনময় জীবন পরিচালনা করতে পারবো এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন।

ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনি শিক্ষার ভূমিকা

ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনি শিক্ষার প্রভাব ব্যাপক। কুরআন মানুষকে আখলাক ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়।

সততা,পরোপকারিতা,ন্যায়পরায়ণতা,আনুগত্য,সহযোগিতার ন্যায় বিভিন্ন নৈতিক গুনাবলি নিজের মধ্যে আয়ত্ব করার শিক্ষা দেয়। কুরআন মানুষকে ইমান,তাওহীদ,রিসালাত,আখিরাত প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা ও আমলে পরিণত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে।এসকল বিষয়ে আনুগত্যের মাধ্যমে সে আল্লাহর অভিমুখী হয়। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও এর অর্থ অনুধাবন মানুষের মনের সকল অশান্তি, হতাশা ও দুশ্চিন্তা দূর করে হৃদয়ে পরম প্রশান্তি এনে দেয়। তার দুনিয়াবী জীবনের সকল সমস্যা কুরআন থেকে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সমাধান হয় ।ফলস্বরূপ সে একজন উত্তম মানুষরুপে ও আল্লাহর প্রিয় বান্দারুপে নিজেকে তৈরি করতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

ؕاَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُہُمۡ بِذِکۡرِ اللّٰہِ ؕ اَلَا بِذِکۡرِ اللّٰہِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ

অর্থ:“যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।”

~সূরা আর রা'দ,আয়াত ২৮

ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের নির্দেশনা ও শিক্ষাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নতি ঘটে। সে যেকোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে কুরআনের সতর্কবার্তাকে মনে করে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সতর্ক করে বলেন,

فَمَنۡ یَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّۃٍ خَیۡرًا یَّرَہٗ ؕ۷

وَمَنۡ یَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّۃٍ شَرًّا یَّرَہٗ

অর্থ: “সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে। এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।”

~সূরা যিলযাল, আয়াত ৭-৮

পারিবারিক জীবনে কুরআনি শিক্ষার ভূমিকা

পরিবার হলো উত্তম বান্দা তৈরির কেন্দ্রস্থল।মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বাোন নিয়ে একটি পরিবার গড়ে ওঠে।পরিবারের সদস্যদের সাহচর্য ও সুশিক্ষাদানের মাধ্যমে একজন মানুষ উত্তম ব্যক্তিত্ব গঠনে উৎসাহিত হয়।ঠিক এখানেই কুরআন আমাদের শেখায় কিভাবে পরিবারের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, ভালাোবাসা, সহানুভূতি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এবং সর্বাত্মক সহযাোগী মনাোভাবের বীজ বপন করতে হয়।কুরআনের বানী আমাদের নির্দেশ দেয় মা-বাবাকে ভালোবাসা,তাদের সম্মান করা,তাদের বিপদে তাদের পাশে থাকা,নিকটাত্মীয়ের হক আদায় করা;কিভাবে এসকল দায়িত্বকে পালন করতে হবে তার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। মহান আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন-

وَقَضٰی رَبُّکَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاہُ وَبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ الۡکِبَرَ اَحَدُہُمَاۤ اَوۡ کِلٰہُمَا
فَلَا تَقُلۡ لَّہُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡہَرۡہُمَا وَقُلۡ لَّہُمَا قَوۡلًا کَرِیۡمًا◑وَاخۡفِضۡ لَہُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَۃِ
وَقُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡہُمَا کَمَا رَبَّیٰنِیۡ صَغِیۡرًا ؕ

অর্থ: “তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দু‘আ করো, হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।”
~সূরা বনি ইসরাইল,আয়াত ২৩-২৪

এই আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ তাআলা একত্ববাদের নির্দেশ এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের সর্বোচ্চ সম্মান ও দায়িত্ববোধের কথা তুলে ধরেছেন। কুরআনের এই আয়াতের দ্বারাই আমরা অতি মূল্যবান একটি শিক্ষা পাই যে, আমরা যেন প্রতিপালক বা পালনকর্তা হিসেবে যেন শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি।এর পরের অংশেই আবার বলা হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের পিতামাতার সাথে ভালো আচরণ করি,তাদের

বার্ধক্যে তাদের তেমনিভাবে যত্ন করি যেমনভাবে তারা আমাদের শিশুকালে যত্ব করেছেন,লালন-পালন করেছেন।কেননা,শৈশবে যেমন আমরা অসহায়,নাদান থাকি,নিজেদের যত্ন নিজেরা নিতে পারতাম না, আমাদের অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হতো,ঠিক তেমনিভাবে মা-বাবাও বার্ধক্যের পর অসহায়,পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েন।তাদের বিশেষ যত্ন এবং ভালোবাসার প্রয়োজন।কুরআনের এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন এবং তা পালনের আদেশ দিয়েছেন।ঠিক এভাবেই কুরআনের শিক্ষা আমাদের একট সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক জীবনে কুরআনি শিক্ষার ভূমিকা

সম্পদের অসমবণ্টন, উপার্জন ও ব্যয়ে হারাম পদ্ধতি অনুসরণ, সম্পদ আত্মসাৎ, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি হচ্ছে মানবজীবনের অন্যতম অর্থনৈতিক সমস্যা। কুরআন এ সমস্যা সমাধানে শ্রমনির্ভর ও জাকাতভিত্তিক এবং সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা চালু-করার নির্দেশনা দিয়েছে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارۡكَعُوۡا مَعَ الرّٰكِعِيۡنَ

অর্থ: **"**আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়।**"**

~ সূরা বাকারা,আয়াত ৪৩

এই আয়াতে সালাত আদায় করা ও যাকাত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

يَمۡحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرۡبِى الصَّدَقٰتِ‌ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيۡمٍ

অর্থ:**"**আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন আর দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।**"**

~ সূরা বাকারা,আয়াত ২৭৬

এই আয়াত দ্বারা সুদের অপকারিতা এবং দানের উপকারিতা সম্পর্কে বোঝা যায়।সুদ আপাতদৃষ্টিতে লাভজনক মনে হলেও তা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই চরম ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসে।অন্যদিকে দান-সাদকার মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়। আয়াতের শেষ অংশে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, যারা সুদের মতো হারাম কাজে লিপ্ত থাকে এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও পাপ কাজ করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন না।

সর্বোপরি, কুরআন আমাদের সুদমুক্ত ও হালাল জীবনযাপনের নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে আরও সহজ ও সুন্দর করে দিয়েছে।

সামাজিক জীবনে কুরআনি শিক্ষার ভূমিকা

সুষ্ঠু-সুন্দর সমাজ গঠনের সকল দিকনির্দেশনা রয়েছে পবিত্র কুরআন মাজীদে। একদিকে কুরআনে সমাজের শান্তি বিনষ্টকারী অন্যায় থেকে বিরত থাকার জন্য মানুষকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে অপরদিকে, সমাজের সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর সকলের প্রতি ইনসাফ, সমতা, অধিকার আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেছে। কুরআনে পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয়ের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি সামাজিক জীবনেও প্রতিবেশী,অভাবগ্রস্থ,দাস-দাসী সকলের হক্ক আদায়ের জন্য কঠোরভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ

অর্থ: “তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।”

~ সূরা আন নিসা,আয়াত ৩৬

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের পাশাপাশি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত,প্রতিবেশী,বন্ধু, মুসাফির ও অধিনস্ত দাস-দাসীদের প্রতি ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।আল্লাহ এটাও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে দাম্ভিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে। আর উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত ব্যাপারে সে সমস্ত লোকই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মন-মানসিকতায় আত্মগর্ব, অহমিকা, তাকাব্বুর ও দাম্ভিকতা বিদ্যমান। কুরআনের আদেশ নিষেধ এবং সতর্কবাতা মেনে চলার মাধ্যমে একটি শান্তিময়, বৈষম্যহীন এবং আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে।

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সমূহ

ব্যক্তির ভেতর থেকে ভালো-মন্দের পার্থক্য করার বোধ, মানবিকতা এবং দায়িত্ববোধ নষ্ট হয়ে গিয়ে অনৈতিক ও স্বার্থপর আচরণ বৃদ্ধি পাওয়াই হলো নৈতিক অবক্ষয়। এভাবেই সমাজের অধিকাংশ মানুষ সততা, ন্যায়বিচার, এবং দায়িত্ববোধের পরিবর্তে স্বার্থপরতা ও অপরাধে লিপ্ত হলে সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেয়।
নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। প্রতিটি মানুষ এ সম্পর্কে অবগত থাকলেও কেউই এ বিষয়ে সচেতন নয়। বর্তমান সমাজে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়সহ যত অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তার প্রায় সবগুলোই নৈতিক স্খলন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণে হচ্ছে। বিপর্যস্ত হচ্ছে পরিবার-সমাজ। ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে সকল মানুষ ।

ব্যক্তির যখন নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় শুরু হয়, তখন তার কাছ থেকে বিদায় নেয় লজ্জা, মানবিকতা, আদব-আখলাকসহ যাবতীয় সুন্দর আচরণ। সেই ব্যক্তি তখন নিজের অবস্থানটাকেই মূখ্য মনে করে। সকল দায়বোধ থেকে মুক্ত ভাবে নিজেকে। নিজের অপরিণত বিবেক আর বুদ্ধি যা সায় দেয় তাই তার কাছে সিদ্ধ মনে হয়। নিজস্বতা বলতে তখন তার আর কিছু থাকে না। সে হয়ে যায় প্রবৃত্তির দাস। আর এভাবেই ছোট ছোট অপরাধ করতে করতে একসময় বড় অপরাধের দিকে ধাবিত হয় সে। প্রিয়জনদের নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা তার মাঝে আর থাকে না । চলতে থাকে সামাজিক ও পারিবারিক অশান্তি। একসময় তা বিরাট ক্ষতির কারণ হয় এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে চরম নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়।যেমন - মিথ্যা, প্রতারণা,দূর্নীতি,লোভ,হিংসা,অহংকার,বিশৃঙ্খলা,পারিবারিক ও সামাজিক কলহ সৃষ্টির মতো ঘটনা দেখা দেয়।

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে কুরআনি শিক্ষা

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অশান্তি ডেকে আনে। আমাদের সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের যে মহামারি চলেছে, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান আল কুরআন। এই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের মাঝেই রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধের সমাহার। কুরআন মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে নৈতিকতা, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। মানবজীবনের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বিস্তারিত দিকনির্দেশনা আল্লাহ আমাদের কাছে আল কুরআনের মাধ্যমে প্রদান করেছেন।

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে কুরআনে বর্ণিত কিছু পদ্ধতি বা দিকনির্দেশনা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ ।

ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহভীতি বা তাকওয়া সৃষ্টি : মানুষের মধ্যে সৎ কাজের অনুপ্রেরণা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার একটি শক্তিশালী অনুভূতি হলো তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। আমরা জানি মৃত্যু সকলের জন্যই অনিবার্য। আমাদের সকলকেই একদিন হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। জীবনের সকল কাজ- ভালো,মন্দ সবকিছুর হিসাব আল্লাহকে দিতে হবে। তবে এই বিষয় টি জানা সত্ত্বেও আমরা দুনিয়ার জীবনে আমাদের কর্মকান্ড নিয়ে সতর্ক নই। এর মূল কারণগুলোর একটি হলো " অন্তর হতে আল্লাহর প্রতি ভয় হারিয়ে যাওয়া।" ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকলে যেকোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে সেই ব্যক্তি হাশরের ময়দানে জবাবদিহিতার কথা মনে রাখবে। তার স্মরণে তখন আল্লাহর সতর্কবার্তাগুলো আসবে যা তিনি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ
فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣

অর্থ: **"**আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (যাবতীয় বিপদ থেকে) উদ্ধারের পথ তৈরি করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দান করেন

যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে, তবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন”
~ সূরা তালাক,আয়াত ২-৩

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে তিনি ঐ ব্যক্তিকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেন করবেন যা কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের সবটুকু দিয়ে আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করে ; আল্লাহ তার সকল সমস্যা সমাধান করবেন এবং আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হবেন।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ◑

অর্থ: ..“আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। ”
~ সূরা বাকারা,আয়াত ২৩১
এই আয়াতে আল্লাহ বান্দাকে সতর্ক করে বলছেন যে বান্দা গোপনে যত পাপকাজ-ই করুক না কেন আল্লাহ তাকে দেখছেন, তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবহিত আছেন। বান্দার তাকওয়ার স্তর যাতে দুর্বল না হয়ে যায় এবং সে যেন কোনো পাপে লিপ্ত না হয়ে যায় তাই আল্লাহ কুরআনে তার উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা নাজিল করেছেন।

পারিবারিক অনুশাসন:
পরিবার হলো একজন ব্যক্তির নৈতিকতা শিক্ষার প্রাথমিক কেন্দ্রস্থল। জন্মের পর একজন ব্যক্তি জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় পার করে পরিবারের সদস্যদের মাঝে। পিতামাতা এবং অন্যান্য সদস্যদের সঠিক অনুশাসন সন্তানদের নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে কুরআন পিতামাতা এবং সন্তান

উভয়ের জন্যই কিছু দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসম্পর্কে আমরা কুরআনে আল্লাহর কিছু নির্দেশনাবলী দেখবো ইনশাআল্লাহ।

পবিত্র আল কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ◑

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।”

~সূরা আত তাহরীম , আয়াত ০৬

এখানে আল্লাহ ঈমানদারগণ তথা মুমিন ব্যক্তিদেরকে নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই আয়াতে প্রত্যেক মুমিনের উপর দুটি প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। প্রথমত, নিজের ঈমান ও আমল ঠিক রাখা এবং গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানো। দ্বিতীয়ত নিজের স্ত্রী, সন্তান ও অধীনস্থদের সঠিক ইসলামী শিক্ষা দেওয়া ও জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার সাধ্যমত চেষ্টা করা।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ

অর্থ: “আপনার পরিবারবর্গকে সালাত (নামায) আদায়ের নির্দেশ দিন এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকুন।”

~সূরা তোয়া হা ,আয়াত ১৩২

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নিজের পরিবার,সন্তান-সন্ততিকে স্বলাত আদায়ের আদেশ দিতে বলেছেন এবং নিজেও তা পালন করতে বলেছেন। স্বলাত হলো আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যমেই নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিকতার ভিত্তি গঠিত হয়।

নামাজ সম্পর্কে কুরআনের অন্য এক আয়াতও রয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ ◑

অর্থ: **"**...নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। **"**

~সূরা আনকাবুত,আয়াত ৪৫

এই আয়াতে বলা হয়েছে, নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এর দ্বারা নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে। নামাজ আদায়ের ফলে ব্যক্তির মনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে,ফলে সে যেকোনো অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

শিশুরা তাদের চারপাশের পরিবেশ ও বাবা-মার আচরণ দেখে নৈতিকতা শেখে। পরিবার যখন কুরআনি শিক্ষার আলোকে শিশুকে নৈতিকতার পাঠ দেয়,তখন সে একজন আদর্শ এবং আল্লাহভীরু ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। তাই পারিবারিক পরিবেশ সুন্দর ও ইতিবাচক হওয়া সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রথম শর্ত।

সঙ্গী বা বন্ধু নির্বাচন :

একজন সৎ,বিশ্বস্ত, নিষ্ঠাবান সঙ্গী বা বন্ধুর গুরুত্ব গভীর। পরিবারের পর একজন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সময় তার বন্ধুর সাথে ব্যয় করে থাকে।আমাদেরকে সর্বদা নিজেদের সঙ্গী নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে। আমাদের এমন সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে যার মাঝে কুরআনের কথার প্রতিফলন থাকবে, যার সঙ্গে থাকলে সর্বদা আল্লাহর কথা স্মরণে

থাকবে। এরূপ বন্ধুর সাহচর্যে থাকার ফলে ব্যক্তি অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকে। সৎ সঙ্গীর সাথে সে যেকোনো ভালো কাজে অংশগ্রহণ করে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে। ফলে তাঁর নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতি ঘটে। সৎ ও বিশ্বস্ত সঙ্গী নির্বাচনের কথা মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

অর্থ: **"**হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক**"**
~সূরা তাওবা,আয়াত **১১৯**

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ:সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজের নিষেধ করা (আরবীতে- আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার) নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে একটি অন্যতম উপায় বা পন্থা। একটি সুস্থ সমাজ গঠনে মুসলিম উম্মাহকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সমাজের যেকোনো উন্নয়নে,সৎ উদ্যোগে অংশ নেয়া,সকলকে উৎসাহিত করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেয়া,মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা আমাদের অন্যতম একটি কর্তব্য যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আদেশ করা হয়েছে।
পবিত্র আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

অর্থ: **"**(হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত, তবে তাদের পক্ষে তা কতই না ভালো হত। তাদের মধ্যে কতক তো ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।**"**
~সূরা আলে ইমরান,আয়াত **১১০**

সুবিচার প্রতিষ্ঠা :

কুরআনের আলোকে একটি শান্তিময়,সুশৃঙ্খল ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবার প্রথমে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে ধনী-গরীব দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। বর্তমান সমাজে এটি সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার সমাধান পবিত্র কুরআন দিয়েছে।

সমাজে ন্যায়বিচার বজায় রাখার জন্য কুরআন সুবিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًۢا بَصِيۡرًا

অর্থ:“ (হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারকে আদায় করে দেবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন, তা কতই না উৎকৃষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।”

~ সূরা আন নিসা, আয়াত ৫৮

ক্ষমা ও কোমল আচরণ:

যেকোনো সম্পর্কের বন্ধনকে মজবুত করতে ক্ষমা ও কমনীয়,নরম আচরণের ভূমিকা ব্যাপক। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পরমতসহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও নম্রতা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত কমে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

خُذِ الۡعَفۡوَ وَاۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَاَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِيۡنَ

অর্থ: **“**(হে নবী!) তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর এবং (মানুষকে) সৎকাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞদের অগ্রাহ্য করো।**”**

~সূরা আল আ'রাফ, আয়াত **১৯৯**

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَلَمَنۡ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِکَ لَمِنۡ عَزۡمِ الۡاُمُوۡرِ ٪

অর্থ: **“**অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।**”**

~ সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৪৩

আল্লাহ তায়ালা এসম্পর্কে আরও বলেন,

الَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ فِی السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالۡکٰظِمِیۡنَ الۡغَیۡظَ وَالۡعَافِیۡنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰہُ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ۚ

অর্থ :**“**যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর জন্য অর্থ) ব্যয় করে এবং যারা নিজের ক্রোধ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদেরকে ভালোবাসেন।**”**

~সূরা আলে ইমরান, আয়াত: **১৩৪**

শালীনতা বজায় ও ব্যভিচার রোধ: বর্তমান সমাজের একটি অন্যতম সমস্যা হল ব্যভিচার। নারী পুরুষ সকলের মাঝে শালীনতাবোধ কমে যাওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত বিশৃঙ্খলা,ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ন্যায় ঘটনা ঘটছে।এই যৌন বিশৃঙ্খলা ও অবাধ মেলামেশা সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। কুরআন কেবল ব্যভিচারই নিষিদ্ধ করেনি, বরং এর কাছাকাছি পৌঁছাতেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন,

وَلَا تَقۡرَبُوا الزِّنٰۤی اِنَّہٗ کَانَ فَاحِشَۃً ؕ وَسَآءَ سَبِیۡلًا

অর্থ: "আর যিনার নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"

~ সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৩২

[আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ
এখানে যিনা হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে । একঃ এটি একটি অশ্লীল কাজ । দুইঃ সামাজিক অনাসৃষ্টির প্রসার । মহানবী ﷺ বলেছেন, সপ্ত আসমান ও যমীন বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি লা'নত । জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান হতে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে । বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা ও সন্ত্রাসের যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর অধিকাংশের নেপথ্যে রয়েছে অবৈধ ও অবাধ যৌনাচার । (মাঃ কোঃ)]

সমাজে ব্যভিচার রোধ আমাদের করতে বেশ কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করতে হবে যার দিক নির্দেশনা আমরা পবিত্র কুরআন থেকে পাই। যেমন - নারী পুরুষ উভয়েরই দৃষ্টি অবনত রাখার অভ্যাস বজায় রাখতে হবে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও একাকী সাক্ষাৎ করা পরিহার করতে হবে। মার্জিত ও শালীন পোশাক পরিধানের মাধ্যমে পর্দার বিধানকে পালন করতে হবে।
এছাড়াও পরিবারের সকলকে শিশু বয়স থেকেই নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে হবে।

বর্তমান সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা

বর্তমান সমাজের সর্বত্র জুড়ে অন্যায় ও অপরাধ। এর প্রধান কারণ ই হলো মানুষের অন্তরে নৈতিক মূল্যবোধ হ্রাস ও সামাজিক অবক্ষয়। কুরআনে আল্লাহ যেসকল ভয়াবহ গুনাহ এবং তার পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তার অধিকাংশই বর্তমানে সমাজে অহরহ ঘটছে। এর প্রধান কারণ হলো আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান আল কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কুরআনের শিক্ষাগুলোকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ না করা। আমরা বর্তমানে কুরআন ও হাদিসের মর্মার্থ বুঝার তুলনায় কুরআন ও হাদীসগ্রন্থের অবমাননা করার পিছনেই বেশি সময় ব্যয় করে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ যৌবনের ইবাদতকে অধিক পছন্দ করেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ যুবকদের সৎকর্ম এবং তাদের দেওয়া প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى◑

অর্থ: “আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম।”
~সূরা আল কাহাফ,আয়াত ১৩

এই আয়াতে আল্লাহ আসহাবে কাহাফের যুবকদের ঘটনা উল্লেখ করে তাঁদের ইবাদত ও ঈমানের দৃঢ়তার প্রশংসা করেছেন।
তবে বর্তমানের সমাজের যুবকরা আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে গিয়ে মদ,জুয়া,মারামারি,হত্যাকান্ডও ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এর পিছনে পরিবার ও সমাজ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে দায়ী। পরিবার,সমাজ,সকলের মধ্যকার দ্বীনের প্রতি যে উদাসীনতা,অনাগ্রহ তা ছড়িয়ে পড়ছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। কুরআনের বাণী,এর মর্মার্থ ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের

অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বর্তমান সমাজ। প্রতিনিয়ত খবরের পাতা ওল্টালেই যার ফলাফল আমরা দেখতে পাই।

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার পরিণতি: বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা

কুরআনের শ্বাশত শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা থেকে দূরে থাকার কারণে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নৈতিক অবক্ষয়, অনৈক্য, এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে মুসলিমরা কুরআনকে কেবল তিলাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। কুরআনের প্রায়োগিক শিক্ষা তথা-ইনসাফ, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, জ্ঞানচর্চা, সততা ,দেশপ্রেম ইত্যাদি পরিত্যাগ করায় মুসলিম উম্মাহ আজ বিশ্বমঞ্চে নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন। বিশ্বের অন্যতম দুইটি মুসলিম রাষ্ট্রের(সৌদি আরব ও পাকিস্তান) বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হলো-

সৌদি আরব : ইসলামের প্রাণবিন্দু হলো বর্তমান সৌদি আরব। সেখানেই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। পবিত্র মক্কা ও মদিনা এই রাষ্ট্রেই অবস্থিত। পবিত্র কাবা ও নবীজি (সা) এর রওজা মুবারক ও অবস্থিত বর্তমান সৌদি আরবে। যে রাষ্ট্রে আমাদের নবীজি (সা) ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানেই আজ প্রতিনিয়ত ঘটছে ইসলামবিরোধী কার্যাবলী। সিনেমা হল তৈরী,বিতর্কিত কার্যাবলীর মতো নানান ঘটনা সেখানে অহরহ দেখা যাচ্ছে। সৌদি আরবের পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রেই যুদ্ধ চলমান,ফিলিস্তিন,ইয়েমেন,আফগানিস্তান এর ন্যায় প্রতিনিয়তই লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসরাইলি বাহিনীর হামলার কবলে পরে খাবার, বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করছে। অথচ ,
বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায় , সৌদিতে প্রতিবছর যে পরিমান খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে তার ৩৩ শতাংশই অপচয় হয়ে থাকে। অপচয় করা খাবারে যতটুকু অর্থ ব্যা হচ্ছে তা দিয়েই যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশগুলোর খাবারের যোগান হয়ে যেত। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নিজেদের ভাইদের সাহায্যের আদেশ দিয়েছেন , বর্তমান সৌদি আরব তা ভুলে গিয়ে কুরআনী নির্দেশনাকে অবমাননা করছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

وَتَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ ◑

অর্থ: **"** তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।**"**

~সূরা আল মায়েদা আয়াত ২

এছাড়াও সৌদি আরবে সিনেমা হলের প্রসার , হজ ও উমরাহকে উপার্জনের মাধ্যম বানানোর ন্যায় ঘটনাও দেখা যাচ্ছে।

পাকিস্তান : বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় , পাকিস্তান রাষ্ট্রে সুদভিত্তিক অর্থনীতির ব্যাপক প্রসার ঘটছে। লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতি ও চরম বৈদেশিক ঋণ সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে।
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوۡا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ

অর্থ: **"**হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।**"**

~সূরা আল-বাকারা,আয়াত ২৭৮

এছাড়া মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সুবিচারের অভাব, ধর্মীয় উগ্রতা, দুর্নীতি ইত্যাদির ন্যায় সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

এই দুটি দেশ ছাড়াও বিশ্বের প্রায় সব মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থাই বর্তমানে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়।বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য,আধুনিকায়ন,প্রযুক্তির অপব্যবহার,রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা,দূর্নীতি,আধুনিক সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার দেখা

দিচ্ছে। কুরআনে বর্ণিত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং দিকনির্দেশনাকে ভুলে গিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে আধুনিক জাহিলিয়াতের পথকে সুদৃঢ় করে দিচ্ছে যা অত্যন্ত হতাশাজনক।

কুরআনের বানীবাহকদের চরিত্র

কুরআনের বাণীবাহক হলেন মূলত নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারী সাহাবীগন। তাঁদের চরিত্র ছিল এক বাক্যে পবিত্র কুরআনুল কারীমের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁরা ছিলেন সব ধরণের মানবিক গুনে গুণান্বিত। তাঁদের তুলনা শুধু ইসলামের ইতিহাসে কেন, গোটা মানবজাতির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর নেই।

তাঁরা ছিলেন দয়াবান ও ক্ষমাশীল। শত্রুর চরম অত্যাচার ও অন্যায়ের জবাবেও তাঁরা কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। অমানুষিক কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সত্য প্রচার ও দ্বীনের পথে সর্বদা অটল ছিলেন। তাঁরা সর্বদা আখিরাতে জবাবদিহিতার কথা স্মরণে রাখতেন এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করতেন। তাঁদের মতো উঁচুমানের নৈতিক গুণসম্পন্ন কোনো সুসংগঠিত,সুশৃঙ্খল মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব আর ঘটেনি।

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۖۚ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থ: **“**মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপসের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র। তুমি তাদেরকে দেখবে (কখনও) রুকুতে, (কখনও) সিজদায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধানে রত। তাদের আলামত তাদের চেহারায় পরিস্ফুট, সিজদার ফলে। এই হল তাদের সেই গুণাবলী, যা তাওরাতে বর্ণিত আছে। আর ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত এই,

যেন এক শস্যক্ষেত্র, যা তার কুঁড়ি বের করল, তারপর তাকে শক্ত করল। তারপর তা পুষ্ট হল। তারপর তা নিজ কাণ্ডের উপর এভাবে সোজা দাঁড়িয়ে গেল যে, তা কৃষকদেরকে মুগ্ধ করে ফেলে। এটা এইজন্য যে, আল্লাহ তাদের (উন্নতি) দ্বারা কাফেরদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

~ সূরা আল ফাতহ্,আয়াত ২৯

তাঁদের মতো সোনার মানুষ এখন আর নেই কেন?:

যে কুরআন সেই যুগের জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত মানুষদের আকাশের তারার মতো মানুষে পরিণত করেছিল, সে কুরআন আজও আমাদের মাঝে অবিকৃত ও অবিকল বিদ্যমান। কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভুত যেকোনো সমস্যার বাস্তব সমাধান কুরআনের মাধ্যমে সম্ভব। তাইতো আল্লাহ কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তবুও বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম জাতির বাস্তব প্রভাবময় কোনো অস্তিত্ব কেন নেই ? কেন কুরআনের বাণীবাহকদের মতো সোনার মানুষ এখন আর নেই ? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদেরকে কয়েকটি কারণ সম্পর্কে জানতে হবে।

প্রথম কারণ :

সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাঁদের জীবনের সকল পথনির্দেশ পবিত্র আল কুরআন থেকে গ্রহণ করতেন। তাঁরা নিজেদের সম্পূর্ণরুপে কুরআনের ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন। সাহিত্য,সভ্যতা ও সুগঠিত সকল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কুরআনকেই তাঁদের জীবনবিধান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। মহানবী (সা) কুরআনী নির্দেশনাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সাহাবীদের প্রশিক্ষণদান করেছিলেন। কুরআনের বিশুদ্ধ ঝর্ণাধারা থেকেই নিজেদের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর আদেশ দিয়েছেন। রাসূল (সা) সুস্পষ্টভাবে সাহাবীদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে , এই কুরআনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করতে হবে দেবং এই কুরআনের শিক্ষা মোতাবেকই জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহর

রঙে রঞ্জিত হতে হলে বিশুদ্ধ কুরআনী প্রশিক্ষণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। কারণ কুরআনই হলো সেই মহাগ্রন্থ যার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সরাসরি তাঁর বান্দাদের প্রশিক্ষণ দান করেন। সেই মহাভাগ্যবান সোনার মানুষেরা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবন মরণ সবকিছু এ কুরআনী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিলীন করে দিয়েছিলেন।আর পরবর্তী যুগের মানুষেরা এদিক থেকে প্রায় বঞ্চিত ও বিমুখ। এছাড়াও পরবর্তী প্রজন্মে কুরআনী সরোবরের সাথে অবাঞ্চিত,ভেজালমিশ্রিত কিছু বিষয়ও (যেমন-গ্রিক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা,প্রাচীন উপকথা,ইহুদিদের মুখরোচক গল্প,খ্রিষ্টানদের কাছে রক্ষিত আসমানী কিতাবের বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত কিছু অংশ ইত্যাদি) মিশে যায়। তাই পরবর্তী প্রজন্মে বিক্ষিপ্তভাবে দুএকজন মানুষ জন্ম নিলেও সাহাবীদের মতো কোনো মানবগোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি। উপরন্তু বিভিন্ন ধরণের অবাঞ্চিত ও বাতিল সংমিশ্রনের কারণে যেসব 'মনগড়া ইলম' তৈরী হয় তাতে ইসলামের আসল রূপ চেনা কঠিন হয়ে পরে।

দ্বিতীয় কারণ

এই কারণটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা দেখতে পাবো যে কুরআনের সাথে প্রথম যুগের মানুষের সম্পর্কের ধরণ কেমন ছিল এবং কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি কেমন ছিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো সাহাবায়ে কেরামগণ কখনো নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো প্রয়োজন বা চাহিদা মেটানোর জন্য কুরআন পড়েননি। বরং তাঁরা কুরআন পড়তেন বাস্তব জীবন পরিচালনার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন বিষয়ে কি বিধান নাজিল করেছেন তা জেনে সেভাবে জীবন গড়ে তোলার জন্য।

'কুরআনের বিধান এসেছে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য' এ উপলব্ধিই সাহাবীদের নৈতিক উন্নতি ও বাস্তবমুখী জীবনের পথ সুগম করে দিয়ে ছিল। এই উপলব্ধিই তাদেরকে কুরআনের বিধিবিধান জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ করে দিত। ফলে তাঁরা চালচলন,আচার-আচরণ,লেনদেন তথা সার্বিক জীবনে কুরআনকে এমনভাবে বাস্তবায়ন করতেন যার মাধ্যমে তাঁরা কুরআনের একেকটি বাস্তব দৃষ্টান্তে পরিণত হতেন।

তাঁদের কাছে ঈমান কোন পণ্ডিতের জটিল বাক্য বা বই-পুস্তকে লেখা নিছক কোন জ্ঞানগর্ভ আলোচনার বিষয় ছিল না। বরং জীবনের আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত একটি সজীব প্রাণময় চেতনার নাম ছিল ঈমান।

যারা কুরআনের হুকুম আহকাম নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অধ্যয়ন করে না কুরআন তাদের জন্য কখনোই লুকায়িত জ্ঞানভান্ডার খুলে দেয় না। কুরআনে একটি জীবন্ত ও সর্বজনীন জীবনবিধান। কুরআনি আইন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে মানুষ আল্লাহর দরবারে সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ করবে- কুরআন এজন্যই এসেছে।
এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সমগ্র কুরআন একত্রে নাযিল করেননি বরং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে ধাপে ধাপে নাযিল করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

অর্থ: “আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা ক্রমশ অবতীর্ণ করেছি।”

~সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত ১০৬

ক্রমবিকাশমান ইসলামী সমাজের নতুন নতুন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তাচেতনার পরিবর্তনের ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে সমাজ জীবনের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল হয়েছে। মানুষের জীবনে যেসব দোষ-ত্রুটি,ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে সেগুলোকে হাতে-কলমে ধরিয়ে দিয়ে তা সংশোধনের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণের কথা বলতেই কুরআন এসেছে।
এ কারণেই সে সময় মুসলিমর গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাদের প্রতিটি মুহূর্ত,প্রতিটি পদক্ষেপ,প্রতিটি চিন্তা সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বক্ষণিক তদারকিতেই সংঘটিত হচ্ছে।আর তাদের প্রতি মুহূর্তই আল্লাহর রহমতের ছায়ায় অতিবাহিত হচ্ছে। এভাবেই সোনালী যুগের সোনার মানুষরা নিজেদের জীবন কুরআনে ছাঁচে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

তৃতীয় কারণ :

তৃতীয় যে কারণটি রয়েছে,তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে যে ব্যক্তি কুরআনের ছায়াতলে আসতেন, তিনি পূর্বেকার জাহিলি জীবন ও জাহিলি সমাজব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করেই আসতেন। কুরআনের ছায়াতলে এসে সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু করতেন। জাহিলি সমাজের সদস্য থাকায় তিনি যে পাপ-পঙ্কিলতার পথে চলেছেন, সেজন্য হৃদয়ের গভীর থেকে প্রচণ্ড অনুতাপ-অনুশোচনা বোধ করতেন। মানবীয় দুর্বলতার কারণে, জীবনের কোনো ঘূর্ণিপাকে বা কোনো প্ররোচনায় পড়ে কখনও যদি ভুল করে কোনো রকম জাহিলি আচরণ করে ফেলতেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ-অনুশোচনায় উৎকণ্ঠিত ও অনুতপ্ত হয়ে উঠতেন এবং ক্ষণকাল বিলম্ব না করেই কুরআনের ছায়ায় আশ্রয় নিতেন।

এভাবে ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে মানুষ জাহিলিয়াত থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে কুরআনমুখী হয়ে যেত।জাহেলিয়াত থেকে সম্পর্কছেদ ও কুরআনি বিধান এর কাছে আত্মসমর্পণ এ কারণেই তাদের পক্ষে সম্ভব হতো যে, তারা ভেবেচিন্তে বুঝেশুনে মহান রাব্বুল আলামিনের পথে নিজেকে কুরবানী করে দেওয়ার মানসিকতা নিয়েই ইসলামে প্রবেশ করতেন। এই সম্পর্কচ্ছেদের মূল অর্থ হলো-শিরকবাদী সমাজ ও আদর্শের সাথে সম্পর্কের ছেদ করে তাওহীদ ভিত্তিক জীবন আদর্শ গ্রহণ এবং নতুন ইসলামী সমাজের আনুগত্য মেনে নেওয়া।তবে ইচ্ছে করলেই যে কেউ এ আলোকিত জীবনের পথে পা বাড়াতে পারত, জাহিলিয়াত থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারতো- এমনটি ভাবার কোনো অবকাশ নেই। কেউ এ পথে অগ্রসর হলেই তাকে নির্মম জুলুম,নির্যাতন,চরম অত্যাচার সহ্য করতে হতো। বদলে যেত পরিচিত সমাজ, নিজের প্রিয়জন,আশেপাশের সকলের চেহারা।এসকল কিছুর মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তারা এ পথে অগ্রসর হতেন এবং হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে এই চিরসত্যের পথে অটল থাকতেন।

কিন্তু আমরা এর পরবর্তী সমাজব্যবস্থা বা বর্তমান সময়ের সমাজের অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখা যাবে বর্তমান মানবগোষ্ঠী কুরআনকে কেবল আনুষ্ঠানিকতার মাঝেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। দুনিয়াবী সফলতা ও অর্থের মোহ

মানুষকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে রেখেছে যে , এই দুনিয়ার মোহকে বিসর্জন,পাপ পঙ্কিলতার জীবন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে কোনো মানুষ কুরআনের ছায়াতলে এসে নতুন জীবন শুরু করতে চান না। কখনো ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃত কোনো পাপের কাজ করলেও তাঁদের মাঝে কোনো অনুশোচনা কাজ করে না।

কুরআনের মর্মার্থ না বোঝা এবং এর শিক্ষাকে গুরুত্বসহকারে জীবনে প্রয়োগের অভাবেই বর্তমান যুগে সাহাবায়ে কেরামগণের মতো সোনার মানুষ খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর।

একটি বাস্তবমুখী জীবনব্যবস্থা: আমাদের অবস্থান ও করনীয়

মুষ্টিমেয় যেসব লোককে আল্লাহ তায়ালা হিফাজত করেছেন ,তারা ব্যতীত বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক সমাজব্যবস্থা আজ জাহিলিয়াতের পঙ্কে নিমজ্জিত।

দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমরা এতটাই প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্য ও পশ্চিমাদের সংস্কৃতিতে নিজেদের মগ্ন করেছি যে, আমরা পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকব না এই পরকালের কথাটাই ভুলে গেছি।

এর চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার হলো তৎকালীন জাহিলিয়াত ছিল খোলামেলা ও প্রকাশ্য যা চিহ্নিত করা তেমন কঠিন বিষয় ছিল না কিন্তু বর্তমান জাহিলিয়াত অত্যন্ত জটিল ও কুটিল যা সাধারণ মানুষ ও আলিমগণের ক্ষেত্রেও এর স্বরুপ বোঝা দুষ্কর।

আমাদের সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা জাহিলিয়াতের ঘর অন্ধকারে নিমজ্জমান এমনকি আর সমাজের অধিকাংশ মানুষ যেসব কার্যাবলীকে ইসলামী সংস্কৃতি সভ্যতা আকিদা বিশ্বাস বলে পালন করে তার অধিকাংশ জাহিলিয়াত দ্বারা পরিদুষ্ট। জাহিলিয়াত মিশ্রিত এই ইসলাম লালন-পালনের কারণেই আমাদের মন মগজে ইসলামের সঠিক চেতনা জাগছে না এবং সমাজে সঠিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটছে না। সুতরাং আমরা যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করতে চাই তাহলে সমাজের সব রকম জাহিলিয়াত থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে এবং এরজন্য আমাদেরকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস আল কুরআন ও সুন্নাতে রাসুল থেকে নির্দেশনা ও প্রেরণা নিতে হবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ◑

অর্থ:“নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তখন তা রদ হবার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই”

~সূরা রাদ, আয়াত ১১

বর্ণিত আয়াতাংশটি মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগের পক্ষে কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে।কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা ছাড়া বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম করণীয় হলো- ভ্রান্তিপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা,বাহাস মুবাহাসা, তর্ক বিতর্ক কিংবা বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে নয় বরং "আল্লাহর নাযিল করা বিধান জেনে আমরা সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করব"- এ উদ্দেশ্যেই কুরআন অধ্যায়ন করতে হবে। কুরআন আমাদের যেমন ছাঁচে গড়ে তুলতে চায় আমরা নিজেদের তেমন ছাতে গড়ে তুলবো।এই দিকগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে বজায় রাখতে পারি তাহলে আমরা কুরআনের মর্মার্থ বুঝে সমাজের সকল অসংগতিগুলোকে বিনষ্ট করে ফেলতে পারবো।

কুরআন থেকে আমাদের জানতে হবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য কোন ধরনের জীবনবিধান দিয়েছেন; সৃষ্টিজগতের সাথে কেমন সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন; কোন ধরনের নীতি-নৈতিকতা, চালচলন, আচার-ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বমানবতার জন্য কোন ধরনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছেন।

এ সকল বিধিবিধান মেনে চলা ও বাস্তব অনুশীলনের সাথে সাথে বর্তমান সমাজের সকল ধরনের জাহিলি চিন্তাধারা ও সামাজিক রীতি-নীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে হবে। কেননা কোন ব্যক্তি ইসলামের পবিত্র সুশীতল ছায়ায় জীবন যাপন চাইলে, কুরআনের আদর্শে জীবনকে গড়তে চাইলে সে কখনোই জাহিলি সমাজ ও তার পৃষ্ঠপোষক নেতৃত্বের সাথে আপোষ করে,তাকে খুশি রেখে,কুরআনের ধারায় জীবনযাপন করতে পারবে না। ভুলে গেলে চলবে না যে,আমাদের গন্তব্য আর এ জাহিলি সমাজের গন্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। আমরা যদি কোন অজুহাত দেখে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে একই পথে চলতে শুরু করি তাহলে আমরা কখনোই কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবো না। কুরআনের শিক্ষাকে এই সমাজে বাস্তবায়ন করতে পারব না।

উপসংহার

পবিত্র আল-কুরআন মানবজগতের সার্বিক কল্যাণের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। বর্তমান সমাজের সকলের মাঝে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি ,অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি এবং সামাজিক বন্ধন ভেঙে পড়ার মূল কারণ হলো আল-কুরআনের হেদায়েত ও আদর্শ থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়া। কুরআন নির্দেশিত ন্যায়বিচার, সততা ও মানবিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি সমাজকে এক চরম বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কুরআনকে কেবল পড়তে শেখা বা ওয়াজ মাহফিলে একে কেন্দ্র করে বক্তৃতা দেয়ার মাঝেই আমরা নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছি। প্রকৃতপক্ষে এর প্রতিটি নির্দেশনাকে জীবনের পরবর্তী পদক্ষেপের নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করে হলো মূল বিষয়বস্তু।

একটি শান্তিময়, বৈষম্যহীন এবং নৈতিকতাসম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে কুরআনি শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে কুরআনের শিক্ষার সঠিক প্রতিফলন ঘটিয়েই কেবল এই ভয়াবহ সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আমরা যখন এই জাহিলী সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করতে পারবো;কুরআনকে নিজেদের একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে স্বীকার

করতে পারবো তখনই আমরা একটি সুষ্ঠু,সুন্দর ও কুরআনময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পার ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র :

১.ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূলনীতি - সাইয়্যিদ কুতুব
২.মাইলস্টোন - সাইয়্যিদ কুতুব শহিদ
৩.জীবনের পরতে পরতে কুরআন
৪. কুরআন থেকে নেওয়া জীবনের
৫.মাই লাইফজার্নি উইথ কুরআন
৬. মুসলিম বাংলা অ্যাপ
৭.https://www.tawheederdak.com/article_details/641
৮. https://www.hadithbd.com/books/email/?id=10440
৯.https://www.teachers.gov.bd/blog/details/712352
১০. https://ikhlasbd.com/article_details/9422
১১.https://www.teachers.gov.bd/content/details/1632275
১২. https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=529
১৩. https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/editor-choice/107202/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%9F-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BE
১৪.Quera.com
১৫.https://www.alkawsar.com/bn/article/2415/
১৬. https://bn.thedhakanews.com/post/7023/
১৭.https://www.shomoyeralo.com/news/56249

১৮.https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/supanthasurahy/30106994

১৯. https://www.onp24.com/islam/news/2934

২০. https://www.alkawsar.com/bn/article/609/

২১.https://m.dailyinqilab.com/article/554646/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BE

২২.https://www.bvnews24.com/opinion/news/87286

২৩.
https://www.khoborsangjog.com/religion/30906/%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%93-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF

২৪. https://at-tahreek.com/article_details/6005

২৫. https://www.alkawsar.com/bn/article/2948/